দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৪০ ৭

'রাজনীতিকদের হাত থেকে ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে হবে'

উপর্যুক্ত শিরোনামে গত ২৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মন্তব্য প্রতিবেদনে ভাষ্যকার বাস্তব এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন।

আমি একজন শিক্ষক। দীর্ঘ ৩২ বছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছি। দেখেছি দেশের কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী প্রত্যক্ষ বা কখনও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন— ছাত্রসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রিত ছাত্রসংগঠনের কাছে জিম্মি থাকে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকার সমর্থিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছতে হয় বা সঠিক না হলেও তাদের মতকে গ্রহণ করতে হয়। কারণ ছাত্রসংগঠনগুলো রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কোনো মতামত থাকে না। কেননা তারা রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনেক সময় নীতির ক্ষেত্রে আপস না করলে শিক্ষকদের হতে হয়েছে লাঞ্ছিত। এমনকি অনেককে জীবনও দিতে হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণই ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত অভিভাবক। কোনো অছাত্র বা রাজনৈতিক ব্যক্তি তাদের অভিভাবক হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলই অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংগঠনের কর্মীগণ শ্রেণীকক্ষে পাঠ বাদ দিয়ে রাজনৈতিক দলের কাজ করে যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের নির্দেশে। এতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা বিভিন্ন দলের কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে আত্মকলহে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। বহু শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামনেই মেধাবী ও সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও অকালে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ হয়েছে মহাসন্ত্রাসী, এমনকি জীবন দিয়েছে, আবার অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে হয়েছে বিশাল ধনী। প্রকৃতপক্ষে এদের মা-বাবা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। দেশ হারিয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। আর শিক্ষক হারিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ ফসল। অন্যদিকে লাভবান হয়েছে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো। গিয়েছে দেশের ক্ষমতায়। বহু রাজনৈতিক ব্যক্তি হয়েছে প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কখনো দেখা যায়নি ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব দাবি, যেমন শিক্ষার মানোন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষা বাস্তবায়নে আন্দোলন করতে। কারণ সকল ছাত্রসংগঠন রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কোনো দল বা সংগঠন নেই, যেখানে তাদের মতামতের প্রকাশ করতে পারে।

নিরপেক্ষভাবে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র-যুব সমাজের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে। ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ অভিভাবকের অর্থে দিনযাপন করতে হয়। এই সুযোগ রাজনৈতিক দলগুলো নেয়। অল্প পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিকল্পনার আশ্বাস দিয়ে অতি সহজেই ছাত্রদের দ্বারা তাদের কার্যক্রমভিত্তিক ছাত্র সংগঠন তৈরি করে। রাজনৈতিক দলের সভা, মিছিল, এমনকি কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি তাদের ছাত্রছায়ার টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায়।

কিছুদিন আগেও পরীক্ষায় নকল মহামারি আকার ধারণ করেছিল। এর পিছনেও ছিল রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ। ছাত্রসংগঠনের নেতাদের যেভাবেই হোক পাস করাতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি বা হলে ছাত্রছাত্রীদের সিট তাও ছাত্রসংগঠনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণত যখন যে দল দেশের ক্ষমতায় থাকে তখন সেই দলের ছাত্রসংগঠনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাপট থাকে বেশি। টেন্ডারবাজি, ছাত্র ভর্তি, হলে সিট ইত্যাদি বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ বেশি। এর পর আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য লাভের জন্য বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মধ্যে কলহ, যা রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপে খুবই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে, তা কখনও বন্দুক যুদ্ধে পরিণত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ও লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তারা সেশনজটে আবর্তিত হয়। দেখা যায় একটি সেশনের ছাত্রছাত্রীদের পাস করে বের হতে সময় লাগে ৪ বছরের জায়গায় ৬ বা ৭ বছর। ফলে উপযুক্ত ডিগ্রি লাভ করেও বয়স না থাকায় সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এইভাবে দেশে শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের সৃষ্টি হচ্ছে। এর খবর কে রাখে? কোনো রাজনৈতিক দল এই সব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছে না।

অভিভাবকেরা চান তাদের সন্তানেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক, যাতে নিজেদের সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারে। তাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন মুক্ত থাকা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীরা নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হবার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে ছায়া সুশীতল জ্ঞান অর্জনের স্থান। ছাত্রসংগঠনগুলো কেবলমাত্র তাদের পেশার কথা বলবে। বলবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দেশের উন্নয়নের কথা।

রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিকদের হাত থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রী মুক্তি চায়। ছাত্রসংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত ছাত্রদেরই গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্রসংগঠন বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে, মাননীয় ভাষ্যকারকে জানাই ধন্যবাদ এবং বলি আরো লিখুন, সরকারের যাতে বোধোদয় হয়।

অধ্যাপক মো. কুদ্দুস আমিন,
৮১/৩ জয়নাগ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা।